জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০১৫
(খসড়া)

কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (NAEP) ২০১৫

সূচিপত্র

	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
১.	পটভূমি	১
২.	কৃষি খাতের মূল প্রতিবন্ধকতা	২
৩.	জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতির বিকাশমান প্রেক্ষাপট	৩
৪.	অনুসৃত সহায়ক নীতিমালাসমূহ	৪
৫.	ভিশন	৫
৬.	মিশন	৫
৭.	উদ্দেশ্য	৫
৮.	কৌশলগত উপায় ও করণীয়	৫
৯.	জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতির উপাদান	৭

জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (NAEP) ২০১৫

১. পটভূমি

১.১ কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। জিডিপি'র প্রায় ১৮.৭০ শতাংশ (বিবিএস ২০১৩) আসে কৃষি খাত থেকে। কৃষি খাতে চলমান প্রবৃদ্ধির হার ২.১৭ (বিবিএস ২০১৩)। কৃষি খাতকে দেশের ১৫৫.০৫ (বিবিএস ২০১৩) মিলিয়ন (বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ২.৫৪ শতাংশ) মানুষের খাদ্যের যোগান দিতে হয়। এছাড়াও প্রতি বছর প্রায় দুই মিলিয়ন নতুন মুখের জন্য ০.৩ মিলিয়ন টন অতিরিক্ত খাদ্যের যোগান দিতে কৃষি খাত চাপের মধ্যে রয়েছে।

১.২ কৃষি খাতকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি ১৫.১৮ মিলিয়ন (বিবিএস ২০১৩) কৃষি পরিবারের (যাদের প্রায় ৭০ শতাংশই ৩ বিঘারও কম জমির মালিক) জীবিকা অর্জনে কখনও কখনও অসম পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে। পরিস্থিতির জটিলতা আরো বেড়েছে কর্মসংস্থানের জন্য বিপুল সংখ্যক গরীব ও ভূমিহীন পরিবারের কৃষি খাতের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে। এ প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি কাজে জমির উপর ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার চাপ, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যাধিক্য, মাটির স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি, সেচ পানির অপ্রতুলতা ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, দানাদার ফসল উৎপাদনে অধিক গুরুত্ব প্রদান, মানসম্মত বীজের অপ্রতুলতা, কৃষকের চলতি মূলধনের অভাব, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ধীরগতি, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি তথা ঘন ঘন ও দীর্ঘ মেয়াদী খরা, প্রলয়ঙ্করী বন্যা, লবণাক্ততার আগ্রাসন এবং অন্যান্য সমস্যা কৃষি খাতে সাফল্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এছাড়াও মানব সৃষ্ট দুর্যোগ যেমন- কৃষি জমির শিল্প দূষণ, কৃষি জমি অকৃষিতে রূপান্তর ইত্যাদি কারণে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়বে।

১.৩ ভৌত-ভৌগলিক ও জীব-পরিবেশসহ আর্থ-সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে এ দেশের কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা নতুন আঙ্গিকে বিন্যস্ত করা প্রয়োজন। সামগ্রীক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা, গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ও উদ্ভুত প্রতিকূলতার দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিক্রিয়ার পটভূমিতে ''নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-১৯৯৬'' যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

১.৪ ''নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ১৯৯৬'' বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণে গতিশীলতা আসে। এ সময় ''প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন (টিএন্ডভি)'' পদ্ধতির স্থলে বিকেন্দ্রীভূত, চাহিদা ও কৃষক সংগঠন ভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং কৃষক-সম্প্রসারণ-গবেষণা সম্পর্ক জোরদার করায় কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলেও জীবিকা নির্ভর কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও এলাকা বিশেষে আবহাওয়ার প্রতিকূলতা মোকাবিলায় লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি অনুসরণ ও ভ্যালু চেইন ব্যবস্থাপনায় আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। তাই এ সকল বিষয়সহ সরকারের বিদ্যমান বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা দলিল ও কৌশলসমূহ বিবেচনায় রেখে ''নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ১৯৯৬'' হালনাগাদ করে ''জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৪'' প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিধৃত পটভূমিতে নিম্নোক্ত মৌলিক বিষয়ের ভিত্তিতে "জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৫'' প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

- সামগ্রীকভাবে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ;
- বৃহত্তর পরিসরে সাশ্রয়ী, দক্ষ, বিকেন্দ্রীভূত ও চাহিদা ভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদান;
- কৃষক ও সম্প্রসারণ জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে কৃষক সংগঠনকে গুরুত্বারোপ এবং কৃষক সংগঠন শক্তিশালীকরণ;
- তৃণমূলে চাহিদাভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবা প্রদান;
- কার্যকর বাজার সংযোগ সৃষ্টি, রফতানি উপযোগী কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ ও চুক্তিবদ্ধ চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলন;
- কৃষক সংগঠন ও তাদের উচ্চতর পর্যায়ের ফেডারেশনকে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ;

- ডিজিটাইজড (ই-কৃষি) সম্প্রসারণ সেবা প্রদান;
- ''ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন সিস্টেম (এনএইএস)'' এর আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর ইত্যাদির মাধ্যমে সমন্বিত সম্প্রসারণ সেবা প্রদান;
- প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিনিয়োগ সম্প্রসারণ ও গবেষণালব্ধ ফলাফল দ্রুত বাস্তবায়ন;
- কৃষি উৎপাদন বহুমুখীকরণ;
- দক্ষ কৃষি উপকরণ ব্যবস্থাপনা;
- সরকারী ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন;

২. কৃষি খাতের মূল প্রতিবন্ধকতা

কৌশলগতভাবে চলমান কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে কৃষি খাতের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে ''জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৫'' প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.১ **জমির উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপঃ** বর্ধিত জনসংখ্যার নানাবিধ প্রয়োজনে কৃষি জমির অকৃষি কাজে ব্যবহার প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ফলে নীট আবাদি জমির পরিমাণ ক্রমাগত কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭.৯৩ মিলিয়ন হেক্টর (বিবিএস ২০১৩)।

২.২ **প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যাধিক্যঃ** দেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে মাত্র ০.০৯৪৬ হেক্টরে (বিবিএস ২০১০) উপনীত হয়েছে। ভূমিহীন, ০.৪৯ একরের কম ভূমির মালিক, ৫৩ শতাংশ; প্রান্তিক চাষি, ০.৫০ থেকে ১.৪৯ একর ভূমির মালিক, ২৪ শতাংশ; ক্ষুদ্র চাষি, ১.৫০ থেকে ২.৪৯ একর ভূমির মালিক, ১১ শতাংশ; মাঝারী চাষি, ২.৫০ থেকে ৭.৪৯ একর ভূমির মালিক, ১১ শতাংশ এবং বড় চাষি, ৭.৫ একরের অধিক ভূমির মালিক, মোট চাষির মাত্র ১ শতাংশ। সুতরাং তথ্যচিত্রে দেখা যায় যে ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষির সংখ্যাই সর্বাধিক (৮৮ শতাংশ)। সারা দেশে ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিগণের মধ্যে অনেকেই বর্গা পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে থাকেন। জমির অসম অধিকার ও মালিকানা কৃষিতে স্থায়ীত্বশীল বিনিয়োগ প্রক্রিয়া ও ভূমি ব্যবহারে একটি বড় বাঁধা হিসেবে কাজ করে।

২.৩ **মাটির স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতিঃ** উচ্চ ফলনশীল জাতের আবাদ ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, অদক্ষ সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, বার বার বন্যা ও খরার প্রাদুর্ভাব, মাটির পুষ্টি উপাদানে ঘাটতি ও জৈব পদার্থের নিম্নগামিতা, আবাদি জমির উপরিস্তর অপসারণ ইত্যাদি ক্রমাগতভাবে মাটির স্বাস্থ্যের সার্বিক অবনয়ন ঘটাচ্ছে।

২.৪ **সেচ পানির অপ্রতুলতা ও অদক্ষ ব্যবহারঃ** প্রায় ৭.০৬ মিলিয়ন হেক্টর (বিবিএস, ২০১৩) জমি বর্তমানে সেচের আওতায় আছে এবং বোরো ধানই সেচাধীন প্রধান ফসল। সেচ পানির অদক্ষ ব্যবহার এবং অপরিকল্পিতভাবে উত্তোলনের কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমাগত নিচে নেমে যাচ্ছে, ফলে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটছে, কোথাও কোথাও খাবার পানির দুঃস্প্রাপ্যতাও দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে নদী ও জলাশয় ভরাট এবং মৌসুমী অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে ভূ-গর্ভস্থ জলাধার পুনর্ভরণে ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ সেচ পানি প্রাপ্তিতে সংকট দেখা দিচ্ছে। অগভীর ও গভীর নলকূপ যত্র তত্র স্থাপন এবং ভূ-পরিস্থ পানির অদক্ষ ব্যবহারও সেচ পানির অপ্রতুলতার কারণ।

২.৫ **দানাদার ফসল উৎপাদনে অধিক গুরুত্ব প্রদানঃ** খাদ্যাভ্যাসের কারণে দানাদার ফসল চাষাবাদে এ দেশের কৃষকের আগ্রহ অধিক। কৃষি উৎপাদন বহুমুখীকরণ এবং উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়নি এবং মূল্য সংযোজনের বিষয়ে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি।

২.৬ **কৃষির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবঃ** দেশের ৬টি ভৌগলিক অঞ্চলকে পরিবেশগতভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

(ক) অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমাঞ্চলের স্থায়ী খরাপ্রবণ এলাকা;

(খ) ক্রমবর্ধমান ও ভয়াবহ বন্যাপ্রবণ মধ্যাঞ্চল;

(গ) আকস্মিক বন্যাপ্রবণ উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল;

(ঘ) দক্ষিণ-পশ্চিম ও মধ্য দক্ষিণের লবণাক্ত অঞ্চল;

(ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রামের অনিশ্চিত ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত অঞ্চল এবং

(চ) ঘুর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসপ্রবণ উপকূলীয় অঞ্চল।

এ অঞ্চলগুলি দেশের মোট এলাকার প্রায় ৪১ শতাংশ জুড়ে অবস্থিত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

২.৭ **সঠিক মাত্রায় মানসম্মত উপকরণ ব্যবহারে অসচেতনতাঃ** মানসম্মত বীজ ও বালাইনাশক, সুষম সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের যৌক্তিক ব্যবহারে ঘাটতি রয়েছে।

২.৮ **চলতি মূলধনের অভাবঃ** আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ফসল উৎপাদন করতে তুলনামূলকভাবে বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয়। সীমিত সম্পদের অধিকারী প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকগণ উৎপাদনশীল সম্পদ সংগ্রহ এবং উৎপাদন কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করতে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিগত জটিলতা, কঠিন শর্ত ও উচ্চ সুদের কারণে অসুবিধার সম্মুখীন হন। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমও কৃষক বান্ধব নয়।

২.৯ **কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ধীরগতিঃ** সময়ের বিবর্তনে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশঃ যান্ত্রিক শক্তি ও যন্ত্র নির্ভর হয়ে উঠছে। মূলধনের অভাব, কৃষি যন্ত্রের উচ্চমূল্য, জমির বন্ধুরতা ও ক্ষুদ্রায়তন ইত্যাদি কারণে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এখনও কাংখিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি।

২.১০ **নিরাপদ খাদ্য যোগানঃ** কৃষি উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় বালাইনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের যথেচ্ছা ব্যবহার জনস্বাস্থ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উপর হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে কৃষি উৎপাদনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) পদ্ধতির ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, কিন্তু কৃষকের সীমিত জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এ পদ্ধতির ব্যবহার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায়নি। তাছাড়া বাংলাদেশে এখনও ''গুড এগ্রিকালচারাল প্রাকটিস (GAP)'' এর মান নির্ধারিত হয়নি, যাতে রফতানি বাজার ও স্থানীয় ভোক্তাদের জন্য কৃষি পণ্যে সহনীয় মাত্রায় রাসায়নিক দ্রব্য/ বালাইনাশকের পরিমাপ নির্দিষ্ট করা যায়। এমনকি দেশে খাদ্যে বালাইনাশক/ ক্ষতিকর অনুজীবের উপস্থিতি নিরুপণের ল্যাবরেটরী/ যন্ত্রপাতিরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

২.১১ **সুসংগঠিত সমন্বিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার অভাবঃ** কৃষক পর্যায়ে ফসল, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য সম্পদের সমন্বিত উৎপাদন ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা হলেও সম্প্রসারণ বিভাগসমূহ আলাদাভাবে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। কৃষি উৎপাদনের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি জোরদারকরণ এবং কৃষক পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রসারণ বিভাগসমূহের সমন্বিত কর্মপ্রয়াস অপর্যাপ্ত।

২.১২ বাজার সংযোগ সৃষ্টি এবং কৃষি ভিত্তিক ব্যবসায় ও বাণিজ্যে অনগ্রসরতাঃ সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর বিশেষ নজর দেয়া হলেও উৎপাদকদের সাথে বাজার সংযোগ সৃষ্টি এবং কৃষি ভিত্তিক ব্যবসায় ও কৃষি বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি।

৩. জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতির বিকাশমান প্রেক্ষাপট

অতীতের নীতি নির্দেশিকা ও উদ্ভাবনীমূলক কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম কৃষিতে উন্নয়নের দিক নির্দেশনার সূচনা করেছে। ফলশ্রুতিতে কৃষি ক্ষেত্রে কৌশলগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৪ বর্ণিত বিকাশমান প্রেক্ষাপট এবং সম্ভাবনা ও অর্জিত সাফল্যের আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.১ **কৃষি খাতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধিঃ** কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম ফলপ্রসু ও শক্তিশালীকরণে সরকারি বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

৩.২ **গবেষণার অগ্রাধিকার নির্ধারণঃ** বৃহত্তর পরিসরে সম্প্রসারণ, গবেষণা ও কৃষকদের সম্পৃক্ত করে অংশীদারীত্বমূলক কৃষি গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ, মান যাচাই, অর্থায়ন,বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ চলমান রয়েছে।

৩.৩ **বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল অ্যাক্ট সংশোধনঃ** কৃষি গবেষণায় জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখার নিমিত্ত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) অ্যাক্ট সংশোধন করে কৃষি গবেষণা সিষ্টেমের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা হয়েছে।

৩.৪ **কৃষক সংগঠন ভিত্তিক সম্প্রসারণ কার্যক্রমঃ** তৃণমূল পর্যায়ের কৃষক সংগঠনকে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হচ্ছে। ফলে ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের বিশেষায়িত কৃষক সংগঠনের সদস্যগণ অন্যান্য সকল শ্রেণির কৃষকের মাঝে প্রযুক্তি বিস্তারে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

৩.৫ **ইউনিয়ন পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত ''ওয়ান ষ্টপ'' সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপনঃ** ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে ''কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র'' (Farmers' Information and Advice Center- FIAC) স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বিকশিত হচ্ছে যা সকল শ্রেণির কৃষককে ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করছে।

৩.৬ **উচ্চমূল্য কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইন কার্যক্রমঃ** কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নে কৃষি বহুমূখীকরণ ও বাজার সংযোগ সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

৩.৭ **বিকেন্দ্রীভূত সম্প্রসারণ পরিকল্পনাঃ** তৃণমূল পর্যায়ে কৃষক সংগঠন তাদের চাহিদা ভিত্তিক ''মাইক্রো সম্প্রসারণ পরিকল্পনা'' প্রণয়ন করছে যা ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে একীভূত করে ইউনিয়ন ও উপজেলা সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস) এবং মৎস্য অধিদপ্তর (ডিওএফ) সমন্বিতভাবে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে।

৪. অনুসৃত সহায়ক নীতিমালাসমূহ

জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৫ নিম্নে উল্লিখিত নীতিসমূহের কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে।

- জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩;
- জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৮;
- বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা ২০১১;
- জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৩;
- ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান;
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০৭-২০১৫);
- কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান ২০১১;
- পারসপেকটিভ প্ল্যান (২০১০-২০২১);
- জাতীয় প্রাণিসম্পদ নীতি ২০০৭;
- জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮;
- মাস্টার প্ল্যান ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য সাউদার্ন রিজিয়ন অব বাংলাদেশ (২০১১-১২);
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা আইন ২০১২;
- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫;
- National Sustainable Development Strategy (2010-2021);
- National Food Policy Plan of Action (2008-2015);
- জাতীয় পানি নীতি ১৯৯১;
- উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ২০০৫; এবং
- বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩।

৫. ভিশন

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধান, বিশ্ব বাজারের সাথে প্রতিযোগিতামূলক কৃষি পণ্য উৎপাদন, টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি, গতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা।

৬. মিশন

সকল শ্রেণির কৃষককে চাহিদা ভিত্তিক, বিকেন্দ্রীভূত, দক্ষ, কার্যকর, সম্মিলিত ও সমন্বিত সম্প্রসারণ সেবাদানের মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ টেকসই ও লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা এবং স্থায়ীত্বশীলতা অর্জনের মাধ্যমে কৃষি পরিবারের কল্যাণসাধন করা।

৭. উদ্দেশ্য

কৃষি খাতের মূল প্রতিবন্ধকতা ও বিকাশমান প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় বর্ণিত মৌলিক বিষয়, ভিশন ও মিশনের ভিত্তিতে প্রণীত জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৪ এর উদ্দেশ্য হলোঃ

- খাদ্য নিরাপত্তাকে স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে খাদ্য শস্যসহ বিভিন্ন কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ফসল কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- চাহিদা ভিত্তিক কৃষি পণ্য উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ভিত্তিক লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি সনাক্তকরণ ও সম্প্রসারণ এবং উপকরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সংযোগ রেখে ক্রমাগতভাবে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বহুমুখী করে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ক্রমাগত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং বিকল্প লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবিলা;
- কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ, সংগঠিতকরণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্য ব্যবহার;
- কৃষক সংগঠনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সামাজিক সম্পদে পরিনত করা এবং বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বিপণন সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- উত্তম কৃষি উৎপাদন কৌশল (আইপিএম, আইসিএম, আইপিএনএস ইত্যাদি) সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য ও কৃষি পণ্য উৎপাদনে কৃষককে সহায়তা প্রদান; এবং
- কৃষি সম্পর্কিত দপ্তর/ সংস্থাসমূহের (কৃষি সম্প্রসারণ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও বন ইত্যাদি) সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষকের সার্বিক উন্নতি নিশ্চিতকরণ।

৮. কৌশলগত উপায় ও করণীয়

নীতির প্রেক্ষাপট, ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্যের আলোকে নিম্নোক্ত কৌশলগত উপায় ও করণীয় বিষয়াবলী নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

৮.১ **অঞ্চল ভিত্তিক চাহিদার আলোকে সম্প্রসারণ কর্মকৌশল নির্ধারণঃ** জীব বৈচিত্র্য, পরিবেশের বিভিন্নতা, ভূমির ধরণ ও ব্যবহার বিবেচনা করে সারা দেশকে বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিপ্রবণ পরিবেশগত সমস্যাসংকুল এলাকাও চিহ্নিত করা হয়েছে। অঞ্চল ভিত্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র ও অপুষ্টির তারতম্য রয়েছে। এ নীতি প্রণয়নে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল, পরিবেশগত সমস্যা, দারিদ্র এবং অপুষ্টির বিষয় বিবেচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্প্রসারণ সেবার চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে। পরিবেশগত প্রতিকূলতা ও প্রযুক্তির অপ্রতুলতার আলোকে নির্দিষ্ট অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ভিত্তিক সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করে এ নীতিমালার লক্ষ্যসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

৮.২ **কৃষক শ্রেণি ভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবাঃ** কৃষক শ্রেণি ভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবার চাহিদা, সমস্যা ও সক্ষমতার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। সকল শ্রেণির কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী সক্ষমতার ভিত্তিতে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা হবে। এ জন্য চাহিদার গুরুত্ব অনুসারে সকল শ্রেণির কৃষকের জন্য সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে। কৃষকের চাহিদা নির্ধারণে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে।

৮.৩ **উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে কৃষকদের স্বীকৃতি প্রদানঃ** এ নীতিমালায় সম্প্রসারণ কার্যক্রম নির্ধারণ, ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নে কৃষক/ কৃষক সংগঠনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা বিবেচনা করা হবে। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও দক্ষ কৃষক সংগঠনসমূহ সম্প্রসারণ বিভাগসমূহের অংশীদার হিসেবে সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রম আরো উন্নত ও জোরদার করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৮.৪ **কৃষি পণ্যের "ভ্যালু চেইন" ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনকারী সংগঠনের সক্ষমতার উন্নয়নঃ** কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মূল লক্ষ্য অর্জনে কৃষক সংগঠনসমূহকে উৎপাদনকারী সংগঠন হিসেবে উচ্চতর স্তরে সংগঠিত করতে হবে। এ উৎপাদনকারী সংগঠনসমূহ সক্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কৃষকদের সম্পদ, প্রযুক্তি ও বাজারের সুবিধা প্রাপ্তি এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে উৎপাদনের সকল স্তরে অধিকতর সহায়তা করতে পারবে। উৎপাদন খরচ হ্রাস, উৎপাদনশীলতা ও কৃষি পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন এবং ঝুঁকি ও দুর্যোগ মোকাবিলার মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করাই উৎপাদনকারী সংগঠনসমূহের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে গণ্য হবে।

৮.৫ **সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে গুরুত্বারোপঃ** উৎপাদনশীলতা, আয়বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান উন্নয়ন করতে হলে ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও বনজ সম্পদের সমন্বিত উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। সকল ধরনের সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতাভুক্ত কৃষকদের উন্নততর প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানে গুরুত্ব দেয়া হবে। এতে উপ-খাতসমূহ পারস্পরিকভাবে লাভবান হবে। বসতবাড়িতে সব্জি বাগান সৃজন, মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন এবং কৃষি বনায়ন এ সমন্বিত উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত হবে।

৮.৬ **সম্প্রসারণ কর্মীদের সহযোগীতামূলক সঞ্চালন সেবা পদ্ধতি অবলম্বনঃ** কৃষক কেন্দ্রিক শিক্ষা ও জ্ঞান আত্মস্থকরণ সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে আচরণগত পরিবর্তনের জন্য অত্যাবশ্যক। এজন্য বর্তমানে প্রচলিত উপদেশ ও নির্দেশনামূলক কর্মধারার পাশাপাশি সহযোগিতামূলক সম্প্রসারণ কর্মধারা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এ ধরনের সম্প্রসারণ কর্মধারায় কৃষকবান্ধব প্রক্রিয়ায় পরামর্শ প্রদান ও সহায়তার হাত সম্প্রসারণ করলে কৃষকগণ সম্ভাব্য বিকল্পের মাঝ থেকে মূল্যায়নের ভিত্তিতে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

৮.৭ **বহুমাত্রিক ও বিকেন্দ্রীভূত সম্প্রসারণ সেবাঃ** সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক বহিরাঙ্গন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে কৃষকদের জন্য কার্যকর এবং অর্থবহ সুবিধা অর্জন করা সম্ভব। সম্প্রসারণ সেবার স্থানীয় ব্যবস্থা, এলাকার বৈশিষ্ট্য এবং কৃষকের চাহিদা ও সমস্যার সাথে সংগতি রেখে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের নির্দেশনা প্রদান, সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার নিরূপণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি শক্তিশালী করা হবে।

৮.৮ **সম্প্রসারণ কর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়নঃ** বৃহৎ আঙ্গিকে নতুন কর্মকৌশল বাস্তবায়নে সম্প্রসারণ কর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রয়োজন। সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং সম্প্রসারণ কাজের মানোন্নয়নে সঞ্চালন-দক্ষতা, কৃষক সংগঠন তৈরি, সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হবে।

৮.৯ **উৎপাদনশীল যৌথ সম্পদে বিনিয়োগঃ** উৎপাদন চক্রের বিভিন্ন স্তরের সমস্যা সামগ্রীকভাবে নিরসন করে কৃষকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎপাদনশীল যৌথ সম্পদ, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ এ নীতিতে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

৮.১০ **ই-কৃষি কার্যক্রম অগ্রায়নঃ** কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উদ্ভাবনীমূলক উৎকর্ষসাধন ও প্রয়োগ বৃদ্ধি করা হবে। এ ক্ষেত্রে কৃষক বান্ধব, ব্যয়সাশ্রয়ী ও সহজে ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হবে। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুবিধার্থে তথ্য ভান্ডার (ডাটা বেজ) প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৮.১১ **জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানঃ** জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির প্রবণতার সাথে প্রযুক্তির অভিযোজন এবং পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দীর্ঘ মেয়াদি দুর্যোগ সহনশীল কলাকৌশল প্রয়োগ বৃদ্ধি করা হবে।

৮.১২ **সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষাঃ** নারী ও তরুণ কৃষক এবং প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ এলাকার কৃষকের চাহিদানুযায়ী বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবা পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হবে।

৮.১৩ **সুবিন্যস্তকরণ, সাদৃশ্যবিধান ও সমন্বয় সাধনঃ** বাংলাদেশের টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্যের যোগান, সহজলভ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালা ও কর্মপ্রয়াসের সাথে সম্প্রসারণ কার্যক্রম সমন্বয়, সুবিন্যস্ত ও প্রয়োজন মাফিক সাদৃশ্যবিধান করা হবে।

৮.১৪ **সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণঃ** কৃষি সম্প্রসারণ ও অন্যান্য সেবা প্রদানকারী (সরকারি ও বেসরকারি) কর্মীদের প্রশিক্ষণ, সমন্বয় সভা, কর্মশালা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্প্রসারণ সেবা জোরদার করা হবে।

৮.১৫ গবেষণা-সম্প্রসারণ সমন্বয় জোরদারকরণঃ জাতীয়. আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গবেষণা-সম্প্রসারণ যোগাযোগ ও সমন্বয় জোরদার করা হবে। এ লক্ষ্যে গবেষণা-সম্প্রসারণ যোগাযোগ ও সমন্বয় এর জন্য ইতোপূর্বে গঠিতকমিটিগুলো পুনরুজ্জীবিত ও সক্রিয় করা হবে।

৮.১৬ **শস্য বহুমুখীকরণ ও ক্রপ জোনিং এর উপর গুরুত্বারোপঃ** ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করে কৃষি ফসলের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে ফসল অঞ্চল বিভাজন (ক্রপ জোনিং) ও শস্য বহুমুখীকরণ কার্যক্রমে অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হবে।

৮.১৭ **মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণঃ** জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, সুষম সার প্রয়োগ, ফসল পর্যায় অনুশীলন ইত্যাদি লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণে পদক্ষেপ জোরদার করা হবে।

৮.১৮ **কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যবহারে গুরুত্বারোপঃ** প্রকৃত কৃষক পরিচিতিসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল কাজে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যবহারে গুরুত্বারোপ করা হবে।

৮.১৯ **কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার রোধকরণঃ** কৃষি জমিকে অকৃষি কাজে ব্যবহার রোধকরণে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৯. জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতির উপাদান

অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ নীতির নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ বিবেচনায় রেখে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবেঃ

৯.১ **সকল শ্রেণির কৃষকের জন্য সম্প্রসারণ সেবাঃ** কৃষি কাজে নিয়োজিত সকল শ্রেণির কৃষকের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ সেবা নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি বর্গা চাষী, নারী ও তরুণ কৃষক এবং ভূমিহীন পরিবারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা হবে।

৯.২ **নারীদের কৃষির মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণঃ** কৃষিতে নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে নারী কৃষক সংগঠন তৈরি, নারীদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহিতকরণ, তৃণমূল পর্যায়ের নারী কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে তাদের সচেতন ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলা এবং নারী ও পুরুষ কৃষকদের মাঝে জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও, নারী কৃষক সংগঠনসমূহকে উচ্চতর পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্বদানে উৎসাহিত করা হবে।

৯.৩ **দক্ষ ও কার্যকর উপায়ে কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারঃ** কৃষক পর্যায়ে প্রত্যাশিত সুবিধাসম্পন্ন কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণ একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। মাঠ পর্যায়ে নতুন প্রযুক্তি বিস্তার ও প্রযুক্তির গ্রহণ মাত্রা বাস্তবায়ন কর্মকৌশল এবং সঠিক টার্গেট গ্রুপ নির্ণয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রযুক্তি গ্রহণ মাত্রা কৃষকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, ঝুঁকি নেয়ার আগ্রহ ও সক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এ ক্ষেত্রে কৃষকদেরঃ (১) উদ্ভাবক, (২) প্রথম পর্যায়ে গ্রহণকারী, (৩) আগাম সংখ্যাগরিষ্ঠ, (৪) বিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ, এবং (৫) পশ্চাৎপদ এ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। চাহিদা ভিত্তিক বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা হবে এবং ঝুঁকি গ্রহণকারী (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির) কৃষকদের সম্পৃক্ত করে উপযোগিতা মূল্যায়ন ও প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি বিস্তার করা হবে। নতুন প্রযুক্তি বিস্তারে অন্যান্য সম্প্রসারণ পদ্ধতিও ব্যবহার করা হবে।

৯.৪ **উন্নতমানের বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ জোরদারকরণঃ** গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বিতরণ এবং সারসহ অন্যান্য উপকরণ যথাসময়ে সরবরাহের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বীজ প্রত্যয়ন ব্যবস্থা শক্তিশালী করে উৎপাদক পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

৯.৫. **সক্রিয়ভাবে জৈব/সবুজ কৃষি উৎপাদন কার্যক্রমের উন্নয়নঃ** বিভিন্ন ফসলের সন্তোষজনক উৎপাদনের ক্ষেত্রে বালাই সংক্রমণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বালাই সংক্রামণের কারণে প্রতি বছর ১১-২৫% ফসল বিনষ্ট হয়। ইতোমধ্যে প্রয়োগ উপযোগী বিভিন্ন জৈব বালাই ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়েছে যা কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। কিন্তু তা আমাদের ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সুরক্ষায় যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায় উৎপাদনশীলতা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি খাতসমূহের সহযোগিতায় জৈব-প্রযুক্তি ভিত্তিক বালাই ব্যবস্থাপনায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে। মৃত্তিকা স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত মাটিতে জৈব পদার্থ ও জৈব সারের প্রয়োগ বৃদ্ধি, শস্য বিন্যাসে সবুজ সারের সংস্থান এবং মাটির উর্বরতা মানের ভিত্তিতে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করা হবে। একই সাথে জৈব কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় গুরুত্বারোপ করা হবে।

৯.৬ **কৃষি বনায়নঃ** ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে কৃষি বনায়ন প্রযুক্তির স্থায়ীত্বশীল ব্যবহার কৃষকের পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন এবং আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। এতে প্রাকৃতিক সম্পদ সৃজন ও পরিবেশ সংরক্ষণ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত ঝুঁকি হ্রাসে সহায়ক হবে।

৯.৭ **বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি বাগান কার্যক্রমে গুরুত্ব প্রদানঃ** সম্প্রসারণ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচলিত পদ্ধতি, বিরাজমান স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বসতবাড়িতে বাগান সৃজন কার্যক্রম সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির সুষম মাত্রায় পুষ্টি গ্রহণ, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বসতবাড়িতে বছরব্যাপী উৎপাদনশীল উন্নত সবজি বাগান সৃজনের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে।

৯.৮ **শহরাঞ্চলের কৃষির উন্নয়নঃ** শহরাঞ্চলের পতিত জমি, রাস্তার পার্শ্ববর্তী স্থান এবং দালানের ছাদে উদ্যান ফসল সম্প্রসারণে উদ্যোগ নেয়া হবে যাতে পণ্যের চাহিদা পূরণ ও পরিবেশের উন্নতি হয়। অধিকতর উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে উদ্যান ফসল উৎপাদনের এ সুযোগ শহরাঞ্চলের কৃষিকে জোরদার করবে।

৯.৯ **নিরাপদ খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করাঃ** কৃষি পণ্য উৎপাদন ও শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় "গুড এগ্রিকালচারাল প্রাক্টিস (GAP)" এর মান নির্ধারণপূর্বক অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানিমুখী ভোক্তা বাজারের জন্য পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন এবং ক্ষতিকর পদার্থের ন্যূনতম উপস্থিতি সনাক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯.১০ **খামার যান্ত্রিকীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপঃ** কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উপর জাতীয় কৃষি নীতিতে সরকার ইতোমধ্যেই যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জাতীয় কৃষি নীতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, "The Government will encourage production and manufacturing of agricultural machinery adaptive to our socio-economic context. Manufacturing workshops and industries engaged in agricultural mechanization activities will be provided with appropriate support". এ আলোকে কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনশক্তির স্বল্পতা বিবেচনা করে সরকার কর্তৃক ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন- জমি চাষ, বীজ বপণ, চারা রোপণ, সার প্রয়োগ, আগাছা দমন, শস্য কর্তন ও মাড়াই কাজে যান্ত্রিকীকরণে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে ভর্তুকী মূল্যে কৃষক/কৃষক সংগঠনকে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হবে। এ ক্ষেত্রে কৃষক সংগঠনকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৯.১১ **বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি প্রদানঃ** ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্স সিস্টেম (এনএআরএস) ভূক্ত প্রতিষ্ঠান এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজী (এনআইবি) এর সহযোগিতায় উদ্ভাবিত নতুন এবং লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তিসমূহ দ্রুত সম্প্রসারণ করা হবে। এতে বিশেষ বিশেষ এলাকা যেমন- গভীরভাবে প্লাবিত এলাকা, চরাঞ্চল, আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকা, উপকূলীয় জলোচ্ছাসপ্রবণ, লবণাক্ত ও খরাপ্রবণ এলাকা এবং পার্বত্য এলাকার দরিদ্র কৃষকগণ উপকৃত হবেন।

৯.১২ **দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনকে কৃষি সম্প্রসারণের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণঃ** দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য কৃষকদেরকে স্বল্প মেয়াদী, বিলম্বে বপন/ রোপণযোগ্য জাত, লবণাক্ততা ও খরা সহিষ্ণু জাত এবং অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এটি স্বীকৃত যে বাংলাদেশের কৃষকগণ অনেকগুলো স্থানীয় ও উচ্চ

ফলনশীল ধান ও অন্যান্য ফসলের জাত তাদের ফসল ধারায় অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কৃষি সম্প্রসারণে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হবেঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত প্রয়াস গ্রহণ;

(খ) বিরূপ আবহাওয়ায় ও লবণাক্ততায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাসমূহে বিশেষ সম্প্রসারণ পদ্ধতি প্রয়োগ;

(গ) সার্বিকভাবে এনএইএসভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং

(ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সংবেদনশীলতা মোকাবিলায় কৃষকের লাগসই প্রচলিত প্রযুক্তি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ।

৯.১৩ **প্রতিকূল আবহাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবাঃ** নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা হবেঃ

(ক) এলাকা ভিত্তিক আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সহিষ্ণু বিশেষ শস্য বিন্যাস উদ্ভাবন ও ফসলসমূহের চাষাবাদ সম্প্রসারণ এবং দারিদ্রপ্রবণ এলাকার কৃষকদের জন্য প্রযুক্তি ও কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য তথা দারিদ্র নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

(খ) কৃষি গবেষণা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় উদ্ভাবিত শস্য বিন্যাসের উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মাঠ মূল্যায়ন;

(গ) সম্মিলিতভাবে এলাকা ভিত্তিক উপযোগী জাতসমূহের উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলে এলাকা ভিত্তিক অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন উৎপাদন কলাকৌশল (মালচিং, পানি ব্যবস্থাপনা, পলিটানেল, উঁচু ও শুকনা বীজতলা, ভাসমান বীজতলা, ভাসমান সবজি ও মসলা, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি) সনাক্তকরণ, উদ্ভাবন ও প্রয়োগ;

(ঙ) ফসল উৎপাদনে বালাই, খরা, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কতা জারি এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ; ও

(চ) সংশ্লিষ্ট এনএইএস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবাদানকারীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

৯.১৪ **শিল্প সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক শিল্পোন্নয়নঃ** ভোক্তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে উৎপাদিত কৃষি পণ্য শিল্পজাত বাণিজ্যিক পণ্যে প্রক্রিয়াকরণের ওপর কৃষির উন্নয়ন নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে কৃষক সংগঠনের সাথে চুক্তিবদ্ধ চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রেখে দেশি ও বিদেশি সম্ভাবনাময় কৃষিভিত্তিক শিল্পের সাথে শিল্প সংযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৯.১৫ **সম্প্রসারণ কর্মীদের সঞ্চালনমূলক ভূমিকা গ্রহণঃ** সম্প্রসারণ কর্মীদের সেবা দানে সঞ্চালকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সম্প্রসারণ কর্মীগণ বেসরকারি খাত, কৃষক সংগঠনকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, চাহিদা সৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গি, স্থানীয় সম্পদ সনাক্তকরণ, বাজার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইনগত কাঠামোর আওতায় থেকে দেশি-বিদেশি সরকারি সংস্থার সাথে সংযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করবেন।

৯.১৬ **গ্রাম ও উচ্চতর পর্যায়ে কৃষক সংগঠনঃ** স্বকীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাজারে সরাসরি প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও বন উপ-খাতের সকল শ্রেণির কৃষকের প্রতিনিধিত্বকারী কৃষক সংগঠনসমূহকে উদ্বুদ্ধকরণ, সহায়তা প্রদান ও শক্তিশালী করা হবে। তৃণমূলের নিকট দায়বদ্ধ এ প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথ নির্দেশনা ও কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে কৃষির মৌলিক ক্ষেত্রসমূহের কর্মকান্ড পরিচালনা করবে। গ্রাম পর্যায়ে কৃষক সংগঠনের উপর ভিত্তি করে উচ্চ পর্যায়ে গঠিত উৎপাদনকারী সংগঠনসমূহ উৎপাদন ও বিপণন চক্র কর্মকান্ড সঞ্চালন করবে। অর্থনৈতিক বিচারে দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি, সমতার ভিত্তিতে লভ্যাংশ বন্টন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ এবং ঝুঁকি হ্রাসকরণের সক্ষমতার ওপর উৎপাদনকারী সংগঠনের সাফল্য নির্ভর করবে। আইনগত স্বীকৃতির জন্য গ্রাম ও উচ্চ পর্যায়ের কৃষক সংগঠনসমূহের নিবন্ধন করা হবে।

৯.১৭ **কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (FIAC) এর মাধ্যমে এক কেন্দ্রিক (ওয়ান স্টপ) সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণঃ** কৃষক এবং অন্যান্য অংশীদারগণের (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সম্প্রসারণ বিভাগ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ)

মধ্যে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে স্থাপিত ''কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র" (ফিয়াক) কে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নেতৃত্বে আরো উন্নয়ন ও শক্তিশালী করা হবে। মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মী এবং স্থানীয় সরকারি-বেসরকারি সম্প্রসারণ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এক কেন্দ্র ভিত্তিক (ওয়ান স্টপ) সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করবে। ভবিষ্যতে ফিয়াককে আসবাবপত্র, তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা, কৃষি/ মৎস্য/ প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তি/ সামগ্রী সরবরাহ করে সকল শ্রেণির কৃষকের জন্য চাহিদা ভিত্তিক তথ্য কেন্দ্র হিসেবে শক্তিশালী করা হবে।

৯.১৮ **কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইন সুরক্ষিতকরণঃ** কৃষি সম্প্রসারণ সেবার পরিধি বৃদ্ধি করে কৃষকের সংগঠন তৈরীতে সহায়তা, সংগঠনের মাধ্যমে বীজ ও চারাসহ অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ, উৎপাদিত পণ্যের মান নিশ্চিত করা, বাজার ও পণ্যমূল্যের তথ্য সরবরাহ, প্রক্রিয়াকরণ ও রফতানিকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা ও ফসল সংরক্ষণ প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ, বাজার সংযোগ সৃষ্টিতে মধ্যস্থতা, ফসল উত্তোলন পরবর্তী ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয় অর্ন্তভূক্ত করে সাপ্লাই চেইন সুরক্ষিত ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কৃষির উপ-খাতসমূহের উৎপাদন ব্যবস্থাপনার সকল কর্মকান্ডে কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে এবং সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বিপণন সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

৯.১৯ **ই-কৃষির উদ্ভাবনমূলক উন্নয়ন সাধনঃ** ওয়েব ও মোবাইল ফোন ভিত্তিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাজারের সাথে উৎপাদন ব্যবস্থাপনাকে সম্পৃক্ত করা হবে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ''ডিজিটাইজড ডাটাবেস'' ও ''ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম'' স্থাপন করা হবে। বালাই এর সংক্রমণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে রেডিও, টেলিভিশন ও মোবাইল ফোন ভিত্তিক ''টেক্সট মেসেজ এবং ভয়েস মেসেজ" এর মাধ্যমে অগ্রীম সতর্কতা জারীসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রচার করা হবে। এছাড়াও, কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (AICC) কে সমৃদ্ধ করা হবে।

৯.২০ **চাহিদা ভিত্তিক গবেষণা-সম্প্রসারণ-কৃষক সেতুবন্ধনঃ** জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতির কেন্দ্রবিন্দু হলো চক্রাকারে বহুমুখী প্রত্যুত্তর পদ্ধতি এবং কৃষক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রসারণ সিস্টেমের মধ্যে চাহিদা ভিত্তিক সেতুবন্ধন এতে অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

(ক) চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সরেজমিনে প্রযুক্তি মূল্যায়নে গবেষণা কর্মীদের সম্পৃক্তকরণ;

(খ) জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা কারিগরি/ সমন্বয় কমিটি পুনঃপ্রবর্তন।

(গ) প্রদর্শনী, মাঠদিবস, কৃষি মেলা, কর্মশালা ও কৃষকের শিক্ষা সফরসহ প্রশিক্ষণ এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিষয়ক তথ্য প্রচারে "তথ্য ও যোগাযোগ" প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;

(ঘ) সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারীদের নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ওপর সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঙ) সম্প্রসারণ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও কৃষককে সম্পৃক্ত করে অংশগ্রহণমূলক মাঠ পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা;

(চ) অংশগ্রহণমূলক বার্ষিক কৃষি প্রযুক্তি মূল্যায়ন কর্মশালা আয়োজন; এবং

(ছ) প্রত্যুত্তর (Feedback) প্রদান পদ্ধতি চলমান রাখা।

তাছাড়া, সেতুবন্ধন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত গঠিত কমিটিসমূহের কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হবে এবং তদপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৯.২১ **কৃষি সম্প্রসারণে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) জোরদারকরণঃ** পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি, বাজারে নেতৃত্বের বিকাশ, রফতানীমুখী এবং উৎপাদক-বেসরকারী খাত পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

(ক) বাণিজ্যিক উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাত জোরদারকরণ;

(খ) কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সেবা প্রদান;

(গ) বাজারের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও প্রবাহমান রাখার মাধ্যমে বিপণন সুবিধা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(ঘ) কৃষি পণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাত কেন্দ্র, পাইকারি বাজার নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ গ্রহণ।

৯.২২ কৃষি ঋণঃ উপকরণ-নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীলতা রক্ষা করে ক্রমাগত ফসল উৎপাদনের ধারা বজায় রাখতে হলে সময়মত কৃষকের হাতে প্রয়োজনীয় মূলধন থাকা প্রয়োজন। মূলধন সৃষ্টির লক্ষ্যে সংগঠনভিত্তিক সঞ্চয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ সাধন করা হবে। সম্প্রসারণ কর্মীদের সঞ্চালনে কৃষক সংগঠনগুলো এ সংযোগ রক্ষা করবে।

৯.২৩ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণঃ বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা অনুসরণ পূর্বক কৃষি ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ সংস্থাসমূহের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা দেয়া হবে এবং গুণগত মানসম্পন্ন বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদন, আমদানি, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বিপণন উৎসাহিত করা হবে।

৯.২৪ সম্মিলিত ও সমন্বিত সম্প্রসারণ কার্যক্রম সমন্বয় সাধনঃ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের সমন্বয়ে একটি ''ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন সিস্টেম (NAES)'' গঠনের প্রয়াস নেওয়া হবে যা জাতীয়, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবে।

৯.২৫ তদারকি ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া জোরদারকরণঃ কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সকল স্তরে অংশগ্রহণমূলক তদারকি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তরে অংশীদারগণ নির্দিষ্ট কার্যক্রম তদারকি ও মূল্যায়নে নিয়োজিত থাকবেন ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবেন। মূল্যায়নের এ প্রক্রিয়ায় নিশ্চিত হবে যে-

(ক) প্রাথমিক অংশীদারগণ সক্রিয় অংশগ্রহণকারী, শুধু তথ্যের উৎস নয়;

(খ) স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্লেষণ, প্রতিফলন ও ব্যবস্থা গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;

(গ) বিভিন্ন স্তরে অংশীদারগণের যথাযথ জ্ঞান অর্জন হবে; এবং

(ঘ) সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে প্রত্যয়ী হতে উদ্দীপনা যোগাবে।

৯.২৬ কৌশলগত যোগাযোগ ও নীতি প্রশাসনঃ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে "জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটি (NAEPICC)" নামক গঠিত একটি স্থায়ী কমিটি "ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন সিস্টেম (NAES)" ভূক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের শীর্ষ ফোরাম (Apex Body) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি সমন্বয় করবে। এতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়েরও প্রতিনিধিত্ব থাকবে। মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এ কমিটির পৃষ্ঠপোষকতা করবেন। এ কমিটি অন্যান্য দেশসমূহের বিদ্যমান সম্প্রসারণ নীতি পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনবোধে গ্রহণ (adopt) করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.২৭ সেচ পানির দক্ষ ব্যবস্থাপনাঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি পরিমিত মাত্রায় উত্তোলন করে সুষ্ঠু ব্যবহার, বৃষ্টি ও ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে গুরুত্বারোপ এবং পানিসাশ্রয়ী সেচ ব্যবস্থাপনায় অধিকতর উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৯.২৮ আন্তর্জাতিক কৃষি সংস্থার সাথে সমন্বয়ঃ আন্তর্জাতিক কৃষি প্রতিষ্ঠান যেমন- খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট (IRRI), আন্তর্জাতিক ভূট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিবিড় যোগাযোগের ভিত্তিতে কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি এবং যৌথ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ করা হবে।

এ নীতিতে সন্নিবেশিত মূল উপাদানসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে ফসল উপখাতের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় উন্নয়ন সাধিত হবে।